ন্যায়ের ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে ঘোষিতে ন্যায়ের জয়
অন্যায় পথ করিতে রুদ্ধ বিতরয় বরাভয়,
ভুবনে রাখিতে অতুল সিদ্ধি, বলি দেয় আজ সকল ঋদ্ধি,
ধন্য করিতে নীতির বর্ম্ম পরিতে যশের তাজ
দীপ্ত করিতে সুপ্ত-মহিমা ঘুচাতে ভারত-লাজ।

দানবের তৃষা বক্ষে ধরিয়া গ্রাসিতে নিখিল শান্তি
(যেন) ক্ষুধিত ব্যাঘ্র রুধিয়া শুষিয়া বাড়াতে আপন কান্তি
করিবারে লোপ সকল সৃষ্টি, করে রাক্ষস রক্ত-বৃষ্টি
জাগ্রত হও, উদ্যত হও নাশিতে শত্রুরাজ
দেশের ধ্বংস করিতে রক্ষা দশের করিতে কাজ॥

শ্রীপ্রমদেশচন্দ্র রায়,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী 'বি' শাখা।

কখন্ তোমারে ডাকি ?

দেব ! কখন্ তোমারে ডাকি ?
দিবসেতে ভাবি নিশিতে নিরালা
সঁপিব তোমারে হৃদয়ের জ্বালা
আপনা ভুলিয়া থাকি।
নিশা আসে পুনঃ নিশা চলে যায়
সময়ের স্রোত অনন্তে মিশায়
মম কাজ রহে বাকী।
বলবীর্য্য সব ক্রমে লোপ পায়
কর্ম্মের স্রোতে মন ভেসে যায়
বেশী দিন নাহি বাকী।

জরা আসি ধরে চক্ষু জ্যোতিহীন
দিন দিন দেহ হইতেছে ক্ষীণ
মরণ আসিছে ঢাকি।
এ জীবনে আর হলনা সাধনা
কাল চলে গেল মিছা এ ভাবনা,
মরণ-আঁধার আসিছে ঘনায়ে
রসনা দিবে গো ফাঁকি।
কখন্ তোমারে ডাকি ?

শ্রীপ্রমথেশচন্দ্র রায়,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, 'বি' শাখা।

কুটীর।

নিশি যবে ভোর হয় পাখী গাছে ডাকে
কুটীরে বসিয়া আমি শুনি গো পুলকে,
রবি যবে উঠে ধীরে সুনীল গগনে
আমার কুটীর হাসে তাহার কিরণে,
ফুল যবে ফুটে ধীরে কুটীরের ধারে
তাহার সুগন্ধটুকু দিয়া যায় মোরে,
নদী যবে বহে যায় কুটীরের পাশে
তাহার সে কল-গীতি শুনি গো হরষে,
চাঁদের কিরণ-ধারা আমার কুটীরে
ঝরে গো সারাটী রাতি অবিরল ধারে ;
নিবিড় শান্তির রাজ্য ক্ষুদ্র এ কুটীর
প্রবেশিতে তা'র মাঝে হই গো অধীর,
তাই ত কুটীরে আসি লভিয়াছি বাসা
এই যে আমার রাজ্য—স্নেহ ভালবাসা।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ পাল,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।